দ্বিতীয় বিপ্লব

(পলিটিক্যাল উপন্যাস)

ভবিষ্যৎ বিশ্বব্যাপী মহাসমরের ব্যাকগ্রাউণ্ডে, নতুন যুগের নায়ক-নায়িকার এ্যাড্‌ভেঞ্চারের থ্রিলিং কাহিনী।

বাসব ঠাকুর

দাম এক টাকা

১৩৪২

গ্রন্থকার নিজেই শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ, ১নং রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট থেকে ছাপিয়েছেন এবং মডার্ণ আর্ট সোসাইটি থেকে নিজেই প্রকাশ করেছেন

—সাহিত্য-বিপ্লবী—

আশু চ্যাটার্জ্জি

মণি বাগ্‌চি

সুকোমল বোস

ও

বিরাম মুখার্জ্জিকে

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তকাবলী

মজনু

(কাব্যোপন্যাস)

দাম ১৲

সিগারেট

(গল্প কবিতা)

দাম ১৲

পুপের লভ

(গল্প)

দাম ১৲

সুরের কবর

(কবিতা)

দাম ১৲

ইরিণা

(উপন্যাস)

দাম ১৶০

বহুদিন আগে যখন 'অগ্রগতি' বের কোরবার জল্পনা-কল্পনা হচ্ছিল সেই সময় 'ভবিষ্যৎ'-এর সম্পাদক-মণ্ডলীর নিকট থেকে একটা-কিছু অদ্ভুত ধরণের কাহিনী লেখবার জন্যে আমাকে অনুরোধ করা হয়। আর সেই সময় সুরু করি এই ভবিষ্যৎ মহাযুদ্ধের অনিশ্চিত ইতিহাস রচনা কোরতে। যে ধরণের সাহিত্য নিয়ে আমার মনে হয় ওদেশে আপটন সিন্‌ক্লেয়ার, আল্ডুস্ হাক্সলী, এইচ, জি ওয়েলস্-প্রমুখ মাত্র কয়েকজন ছাড়া আর কেউ মাথা ঘামান নি, এবং যার মধ্যে নেই বালিগঞ্জের আধুনিক তরুণ-তরুণীর সেই রহস্যময় প্রেমের কাহিনী। কাজেই জিনিষটা সকলের কাছেই অত্যদ্ভুত লাগা একটুও আশ্চর্য্য নয়। রাজনৈতিক জগতে যদিও তখনও এতদূর যুদ্ধ-বিগ্রহের সম্ভাবনা দেখা যায় নি, এবং চায়নার উপর জাপানের এতটা অধিকারের ও এশিয়ার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অতগুলি জাতির সন্ধি স্থাপনারও কোনো সম্ভাবনা ছিলো না। যখন আমি এই কাহিনী শেষ করি তখন কোয়েটার আর্থকোয়েক ও অন্যান্য বহুদেশব্যাপী মারাত্মক রকমের প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা ও বিপর্য্যয়ও দেখা যায় নি,

তবুও আমার এই বইটাকে একটা অব্যর্থ ভবিষ্যৎ গণনা বোলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা কখনো কোরবো না। এবং যদি কেউ এটাকে একটা নিছক গাঁজার কলকের ধোঁয়া বোলে উড়িয়ে দিতে চান—তাতেও আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। তবে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার এই অদ্ভুত অভিমতের সঙ্গে পাঠক-পাঠিকার মনে যদি কোথাও একটু যোগ-সূত্র স্থাপিত হয়, সেইটাই আমাকে খুসী কোরবে।

গ্রন্থকারের কবিতা সম্বন্ধে কয়েকটি পত্রিকার মতামত

একজন সন্ত টাটকা অখ্যাত তরুণ কবির হাত দিয়ে এমন রসধারা বইবে এ একেবারেই আশা করি নি। একেবারে নতুন ভাবধারা, নতুন বলবার ভঙ্গি। প্রাণের অন্তরতম প্রদেশে এসে কথাগুলি আঘাত করে। অসীমের প্রতি কবির একটা গভীর আকর্ষণ আছে। সব কিছু বিরাট, বিপুল রুদ্র আবহাওয়া তার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

খেয়ালী, ১৩৪১।

His philosophy of wine and women resembles almost like Omar Khayam and be it said to his credit that his expressions have the same charm and sweetness as we see in the poems of this famous Persian poet. The concluding piece is so beautiful in expression and imagination that it surpasses all the modern poet of Bengali literature.

Advance, 7th June, '36.

The book under survey comes from the pen of a young poet of modern Bengal and it sings the eternal song of love and passion in such a mellifluous tone that it at once captures the heart of every romantic person.

* * * *

Our young poet has undoubted powers.

Amrita Bazar Patrika, June, 24th '36.

…বৈচিত্র্যময় অজানার পানে ছুটিবার নেশা তরুণ কবির মনে যে প্রেরণা জাগাইয়া তুলিয়াছে তাহা সার্থক হউক।…

প্রবর্ত্তক, ভাদ্র ১৩৪২।

…কবির সহজ কবিত্ব শক্তি আছে…

শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৪২।

The poems from the pen of the young author have a touch of novelty. The rythmic expression of the feelings gives pleasure to the reader.

Forward, Monday, January 14. 19. 35.

আমরা এই ভাবুক কবির শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

প্রদীপ ১৩৪২।

…লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে নতুন হইলেও কবিতাগুলি নতুন হাতের লেখা নয়…

দেশ, ৫ই মাঘ ১৩৪১।

…সত্যের খাতিরে একথা বলিতেই হইবে, লেখকের লিখিবার ক্ষমতা আছে…

দেশ, ২রা ফাল্গুন, ১৩৪২।

বর্ণনাশক্তি এত সহজ যে বর্ণনানুযায়ী স্থানগুলো যেন চোখের উপর ভাসিতে থাকে।

শান্তি, ১৩৪১।

সহর থেকে বহুদূরে একটা অদ্ভুত নির্জ্জন যায়গার উপর বাড়িটা তৈরী, না আছে একটা রাস্তা, .না আছে ; কিছু, কেবল উঁচু নিচু এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো মাটির উপর দিয়ে দেখা যায় একটা ক্ষীণ পায়ে চলার চিহ্ন বাড়িটীর আধ্‌-ভাঙা ফটকের কাছে এসে শেষ হয়ে গেছে।

সেই ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের আমলে কোন এক অতীত কালে যে এবাড়ির দেয়াল উঠেছিল তা কেউ ঠিক ক'রে বলতে পারে না।

তবে এক সময় এইখানেই ছিল সহরের চক আর এ দিকটাতে যে একটা বেশ্যা পল্লী ছিল তাও বেশ অনায়াসেই অনুমান করা যায়। তারপর সহরের সঙ্গে সরতে সরতে আজকাল সব কিছুই অনেক দূরে পৌঁছে গেছে।

এখনো চার পাশে দেখা যায় অতীতের সেই সব বস্তিগুলোর দু'একটা বাড়ির আধ-ভাঙা থাম, নয়তো বারান্দার ক'একটা খুঁটি এপাশে ওপাশে ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে।

বহুদিন আগে কবে একবার পাঁচ ছয় জন জাপানী মেয়ে ঐ আধ্-ভাঙা বাড়িটারই কোনো একটা ঘরের মধ্যে অত্যন্ত অদ্ভুতভাবেই মারা যায়। তারপর থেকেই লোকদের ধারণা ঐ সব মেয়েগুলোর অশরীরী প্রেতাত্মারা নাকি ঐখানেই আড্ডা গেড়ে আছে। আর সত্য সত্যই যে সব পুলিশ পার্টি আজ অব্ধি ওখানে তদন্ত কর্ত্তে এসেছিল, তাদের মধ্যে সকলকেই নাকি অন্ধ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। এবং তাদের

মুখেই হয়তো একটু অতিরঞ্জিত হয়ে বাড়িটায় প্রেতাত্মাদের আধিপত্য সম্বন্ধে অনেক সব ভয়াবহ কাহিনী রটনা হয়ে যায়। তাই জাপানী মেয়েগুলোর মৃত্যুর ব্যাপারটা আজ অব্ধি একটা গভীর রহস্যের মধ্যেই অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে।

এই ঘটনার পর থেকে সন্ধ্যের সময় লোকজন এপথে যাতায়াত কত্তে গেলে রীতি মতন ভয় পেতে আরম্ভ করে; এমন কি শেষকালে দিনের আলোতেই ওবাড়ির ত্রিসীমানায় আসতে হ'লে লোকে বেশ ভয় পেয়ে যেতো।

এক এক দিন রাত্রিতে নাকি পাড়ার লোকেরা শুনতেও পেত অন্ধকার বাড়িটার মধ্যে কতকগুলো অদৃশ্য রহস্যময় জীব যেন চাপা গলায় হাসাহাসি কচ্ছে।

তারপর নতুন গভর্ণমেণ্টের হাতে শাসন ভার এলে সহর এখান থেকে অনেক দূরে স'রে যায়। আর সেই জন্যই এখন এদিকে কারুর আসবার বড় একটা প্রয়োজন হয় না।

"তোমাকে শুধু ভালবাসার অভিনয় করতে হবে

—কিন্তু কাউকেই তুমি ভালবাসতে পারবে না, এই তোমার ব্রত।—

ও কি! সেজন্যে অমন বিষণ্ণ হয়ে পড়ছো কেন? ভালবাসা! হোঃ হোঃ হোঃ, ওর মতন ফাঁকি জিনিষ আরও কিছু আছে না কি? বোকা মেয়ে!

যদি সত্যি সত্যিই পৃথিবীর সম্রাজ্ঞী হতে চাও তাহ'লে হতে হবে স্নেহহীন, প্রেমহীন, নির্ম্মম, নিষ্ঠুর; আর সত্যি মিথ্যের ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে কেবল তোমায় অভিনয় ক'রে যেতে হবে।

—যাও, আর দেরী কোরো না—য়্যাডল্‌ফের সঙ্গে প্রেমের ভাণ ক'রে তাকে আমাদের দলের মধ্যে আনতে হবে।—

ঝড় উঠেছে? উঠুক, সেজন্যে ত আর আজকের দিনটা নষ্ট কর্‌লে চল্‌বে না। যাও, বেড়িয়ে পড়, সে হয় ত তোমার জন্যে অপেক্ষা ক'রছে।"

—বিদ্যুতের মতই চোখ ঝল্‌সান রূপ নিয়ে কালো রেন্‌কোট-পরা একটী লম্বা মেয়ে সামনের অন্ধকার ঠেলে রাত্রির রহস্যের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো।

বৃদ্ধ এবার তার নীল চশমাটা একবার চোখের উপর থেকে কপালে উঠোতেই দেখ্‌তে পেলো—

সামনের আকাশ ঘন মেঘের কুহেলিকায় থেকে থেকে

ফেণিয়ে উঠ্‌ছে, মাঝে মাঝে এক একটা প্রচণ্ড ঝোড়ো

হাওয়ার ঝাপটা লেগে অদূরে ভেঙে পড়ছে বড় বড় গাছের এক একটা ডাল, আর সেই সঙ্গে বাতাসের ঘূর্ণী-নাচের তালে তালে চারিদিকে ছিটকে পড়ছে বৃষ্টির জলের সঙ্গে সাদা সাদা মুক্তোর মতন ছোট ছোট বরফের টুক্‌রো।

প্রকৃতির এই রুদ্র মূর্ত্তির সঙ্গে সুর মিলিয়ে বৃদ্ধ একবার পৈশাচিক ভাবেই হেসে উঠলো...

"সত্যি, এই দুর্য্যোগের ভিতর তুমি কি করে এলে? আচ্ছা, তোমার কি একটুও ভয় কর্‌ল না, ইন্দ্রানী?"

"ভয়! ও কথা কেন জিজ্ঞেস্ কর্‌ছো য়্যাডলফ্? ভয় করবার সময় কি এখনও আমাদের আর আছে?—

তোমার পূর্ব্বপুরুষেরা গত গ্রেট ওয়ারের পর রিপাবলিকান্‌দের ষড়যন্ত্রে পড়ে' রাজ্যহারা হয়, তারপর সামান্য এক কুটিরের মধ্যে বাস্ কোরে, জঙ্গলের কাঠ কেটে তাই বিক্রী কোরেই তাদের বাকী জীবন শেষ কর্ত্তে হয়েছিলো...তুমি কি এর প্রতিশোধ নেবে না, য়্যাডলফ!"

"প্রতিশোধ! হ্যাঁ, প্রতিশোধ আমি নেবো, তাই ত উচিত। আর আমার মনে হয় গত মহা-যুদ্ধের পর যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অপমানিত হয়েছে, তারাই বোধ হয় সামনের এই বিশ্বব্যাপী সমরাভিযানে আবাব প্রভুত্ব কর্‌বার ক্ষমতা ফিরে পাবে।—

হ্যাঁ ঠিক বলেছো তুমি, প্রতিশোধ আমাকে নিতেই হবে। কিন্তু আমি যে ভেবেই পাই নে, কি ক'রে আমরা এর পথ করবো? কিই বা আমাদের আছে? আমি শুধু ইউরোপের এক রাজ্যহীন, রাজার বংশধর—এই ত আমার পরিচয়?"

"সেজন্য ভাবনা নেই। আমাদের দলে লোকজনের কখোনো অভাব হ'বে না। শত শত অপমানিত লোক,—রাজ্যহীন রাজা থেকে আরম্ভ ক'রে, যত সব বিতাড়িত বিভিন্ন দেশের জেনারেল, মিনিষ্টার আর য়্যাম্ব্যাসেডরদের নিয়ে আমরা যে দলকে গড়ে তুলেছি, তারই মধ্যে তোমাকে সুধু আস্‌তে হবে। যুদ্ধের উপকরণকে কেউই আমরা ভয় করি নে—

এছাড়া বৃদ্ধের আবিষ্কৃত ব্লু টর্‌চের সাহায্যেই ত লক্ষ লক্ষ লোকের চোখ নিমেষের মধ্যেই অন্ধ ক'রে

দেওয়া যাবে। আর এটুকুন জেনো—তুমি আর আমি তুজনে মিলে সত্যি সত্যি যদি চেষ্টা করি তা'হলে এই বিশ্ব সমরের সুযোগ নিয়ে সমস্ত পৃথিবীর উপরেই আমরা প্রভুত্ব করতে পারবো।”

—‘সমস্ত পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব! এযে সত্যিই কল্পনাতীত আশা! আমাকেও তা'হলে তোমাদের সেই

দলের মধ্যে নাও। বল আমায়, তার জন্য কি করতে হবে, রাণী!"

—"কিছুই কর্‌বার নেই, য়্যাডলফ্‌। শুধু ঘুণাক্ষরেও যেন প্রকাশ না হয় যে—পরস্পর পরস্পরকে আমরা ভালবাসি, আর বলি শোনো—সহরের শেষ-প্রান্তে সেই প্রকাণ্ড পোড়ো বাড়ীটা—যার ভিতর পাঁচ্‌ ছ'টা জাপানী মেয়ে হঠাৎ একদিন রহস্যজনক ভাবে খুন হ'য়েছিল, তারই তলায় আমাদের আণ্ডার গ্রাউণ্ড আড্ডাখানা।—

দক্ষিণ দিকের দরজায় এসে সাম্‌নের দেওয়ালে একটা গর্ত্ত দেখতে পাবে, সেই খানেই একটা স্প্রিং-এর তৈরী নীল রঙের বোতাম আছে সেইটা টিপলেই কেউ না কেউ তোমাকে ভিতরে নিয়ে আস্‌বেই। প্রতিদিন গভীর রাত্রিতে ওইখানেই আমাদের যত কিছু গোপন পরামর্শ তার সব কিছুই করা হয়। আর পৃথিবীর নানান্‌ যায়গায় আমাদের অন্যান্য আড্ডাগুলোর সঙ্গে ঐ খান থেকেই ত ওয়্যারলেসের সাহায্যে কথা বলা-বলি চলে।—

আর ঐ আণ্ডার গ্রাউণ্ড ঘরের মধ্যে নিত্য নতুন

খবর ছাপিয়ে পৃথিবীর নানান্ যায়গায় ডেস্‌প্যাচ্‌ও করা হয় ঐখান থেকে, অবাক হ'য়ে যাচ্ছ বুঝি ?"

—"না অবাক নয়! তোমাদের বুদ্ধিকে আমি কি ক'রে তারিফ্ করবো তাই ভাবছি। আর সত্যি, তুমি পৃথিবীর সম্রাজ্ঞী হবার উপযুক্ত মেয়ে!"

—"কিন্তু যাক্, সে কথা।—আচ্ছা, আমরা দুজনে যদি একসঙ্গে চেষ্টা করি, তা হ'লে এই এসে-যাওয়া অতি-মহাযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে সত্যিই কি আমরা পৃথিবীর উপর কর্ত্তৃত্ব করতে পারবো না মনে কর। বলো, তখন কি দিয়ে কেমন কোরে তুমি, আমায় সাহায্য করবে য়্যাডলফ্ ?"

—"শুধু সাহায্য! দরকার হ'লে তোমার জন্য আমি প্রাণ দিতেও দ্বিধা বোধ করবো না। বিশ্বাস হয় না বুঝি ? এস তবে, তোমার ঐ গালের উপর আমার এই ঠোঁট ছুঁইয়ে আজ প্রতিজ্ঞা করি......"

"না—না—এখন নয়। আমাকে সারা পৃথিবীর সম্রাজ্ঞী করবার আগে এ গালের উপর তোমার কোন অধিকার নেই—বিদায়......"

কিছুদিন আগে অবধি সমাজ ও সাম্রাজ্যদ্রোহী

মন নিয়ে সমস্ত দুনিয়াব্যাপী একটা আশু পরিবর্ত্তনের জন্যে যারা যারা চারিদিক দিয়ে একটা নিবিড় আন্দোলন সুরু করেছিলো, সেই সব কমিউনিষ্ট ডিক্‌টেটরেরা একে একে সকলেই এখন মিউচুয়াল সহায়তায় এক একজন নতুন মনার্ক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আর সেই জন্যেই ধনী ও দরিদ্রের তফাৎ আরও বেড়ে যাওয়ার ফলে—ক্লাস্ হেট্‌রেড হ'য়ে উঠেছে চতুর্গুণ। কিন্তু তার চেয়ে বেড়ে উঠেছে, প্রত্যেক জাতির মধ্যেই পরস্পরের উপর একটা বিষিয়ে উঠা ঘৃণা। ইন্টারন্যাশালিজিমের বুলি সেখানে বুদ্‌বুদের মতন ফেটে গিয়ে হাওয়ার মধ্যে মিলিয়ে গেছে।

এদিকে টেষ্ট টিউব বেবি সম্বন্ধে বহু রকম একস্‌পেরিমেণ্ট ক'রে ক'রেও বারবার আনসাক্‌সেস্‌ফুল হ'য়ে ক্লান্ত মানুষ এ নিয়ে আর মাথা ঘামাতে প্রস্তুত নয়। যারা যারা কল্পনা করেছিল, এই টেষ্ট টিউব বেবিরাই একদিন মানুষকেও হার মানবে, তারাও তাদের কল্পনায় এবার ইস্তফা দিয়েছে। আরো একটা আশ্চর্য্যের বিষয় একেবারে কলের তৈরি মেকানাইস্‌ড ব্রেণের লোক দিয়ে একটা পূরোপূরি নতুন যুগ আনবার অথবা জগতকে জনমানব শূন্য করবার যে দারুণ চেষ্টা চলে-

ছিল, তার গোড়াতেই প্রধান অন্তরায় হ'য়ে উঠলো সেই সব মেয়েদেরই দল, যারা ক্ষণিকের জন্যও মাতৃত্বের আঘাত সহ্য কর্ত্তে আপনা হতেই একদিন বিমুখ হয়ে উঠেছিল। কারণ মাতৃত্বের সামান্য যন্ত্রণার অন্তরালে যে একটা অজানা গভীর আনন্দ লুকিয়ে থাকতো তার অভাবে তখন মেয়েদের জীবনগুলো যেন মরুভূমির মতই শুষ্ক হ'য়ে আসছিল। কিন্তু তবুও সায়ান্সের গর্ব্বে গর্ব্বিত মানুষের দেশে বিধাতার উপর অবিশ্বাস, অধর্ম্ম এবং প্রস্‌টিচিউশানের প্রসার অসম্ভব রকমই বেড়ে চলেছে।

এদিকে জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল ক'রে নৈবার পর রাশিয়া দখল ক'রে নিয়েছে মোঙ্গলিয়া! আর বহুরকম ষ্ট্রাগ্‌লিঙের মধ্য দিয়ে এদেশ তখন হ'য়ে গেছে স্বাধীন। অন্য সব দেশেরা ইংরেজদের এই দুর্ভাগ্য দেখে অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে—কখন যে এই নূতন রাষ্ট্রশক্তি ভারতবর্ষের ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়বে তারই অপেক্ষায় এতদিন ওৎ ·পেতে ছিল; কিন্তু যখন দেখা গেল ভারতের মহিলা ডিক্‌টেটারটী এশিয়ার অন্য সব পাওয়ারগুলির সঙ্গে চুক্তি ক'রে ফেলেছে এবং রাশিয়াকে অবধি দলের মধ্যে টেনে এনে এসিয়া ভারসেস্ ইউরোপ একটা

ওয়ার লাগাবার তালে আছে, তখন সকলেই নিজের নিজের ভুল বুঝতে পারলো এবং মনে মনে সবাই একথা মেনে নিলে যে ভারতবর্ষ এখনও একেবারে কাঁঠালটি না হলেও দস্তুর মতন এঁচড়ে পাকা। * * *

ঠিক এম্‌নি সময় এক দিন ভোর রাত্রে আণ্ডার গ্রাউণ্ড আড্ডাখানার একটী নিভৃত ঘরের ভিতরে এসে য়্যাডল্‌ফ ধরা গলায় ডাক্‌লে—

"রাণী"

—"কি ?"

—"কাজ নেই আমাদের বিশ্বজয়ের কল্পনা ক'রে, তার চেয়ে চল পৃথিবীর আর এক প্রান্তে গিয়ে—এবার আমরা নূতন ক'রে বাসা বাঁধি। সমস্ত পৃথিবীর চেয়ে তোমার মূল্য যে আমার কাছে অনেক খানি বেশী।"

"য়্যাডল্‌ফ, চুপ কর। তোমার যদি ধৈর্য্য না থাকে আমাদের দল থেকে এই মুহূর্ত্তেই বেরিয়ে যেতে পারো; কিন্তু এদলের বাইরে যাবার শাস্তিও ত তোমার অজানা নাই নেই য়্যাডল্‌ফ!—তা' হ'লে এই আণ্ডার গ্রাউণ্ড চেম্বারের মধ্যে ব্লু টর্চ্চের আলোতেই

তোমার চোখ দুটোকে যে রেখে যেতে হবে, এও ত তুমি জান। না—না—সত্যি তুমি যে-ও-না—"

—"কি বল্‌লে? তবে কি শুধু একস্‌প্লয়েট্‌ করবার জন্যই মায়াবিনীর মতন আমাকে এখানে ভুলিয়ে

এনেছিলে? তা' হলে তুমি আমাকে একটুও ভালবাসোনি? ওঃ।"

—"ভুল বুঝো না, য়্যাডল্‌ফ! তোমাকে আমি

ভালবেসেছিলুম্ কিনা তা আজ বলবো না কিন্তু কাপুরুষকে ভালবাসতে আমি জানি নে।"

"তবে তাই হ'ক্! এসো এই মুহূর্ত্তেই চলে' এসো! আমার এই নূতন গ্যাস্ বম্বের সাহায্যে—এসো তবে—স্বজাতি ও বিজাতিকে আজ নির্ব্বিশেষে আমি ধ্বংস ক'রে আসি। এরোপ্লেন্ তৈরী রয়েছে।"

"দাঁড়াও, ব্যস্ত হোয়ো না। আন্অর্গানাইজড ভাবে কতকগুলা বম্ব ছুড়লে নিজের লাইফকে রিস্ক করা ভিন্ন আর কিছুই লাভ হবে না।"

"তবে কি কর্তে হবে তাই বলো! বলো, কি কর্লে আমাদের ব্যবধান ঘুচবে, সত্যি আর যে পার্ছি নে—এর চেয়ে মৃত্যুও যে অনেক ভাল ছিলো।"

—"সেন্টিমেণ্ট রাখো। ভিয়েনায় ওয়্যার্লেস্ কর্বার কথা কি একেবারেই ভুলে গেছ নাকি?"

—"ও তাই ত,—তাই ত। আচ্ছা যাচ্ছি।"

বল্তে বল্তে নিতান্ত অপরাধীর মতই য়্যাডল্ফ্ ও পাশের ঘরের একটী অন্ধকার দরজার অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

—"কে বরিস্ না কি?—খবর সব ভাল ত?

—"হ্যাঁ, খবর ত কিছু মন্দ নয়, তবে রাণি, বুঝতেই ত পার, কি রকম বিপদের বেড়া টপকে আসতে হয় আমাকে—ষ্টেটের একটা সাবমেরিন নিয়ে অতি সন্তর্পণে পৌঁচেছি এখানে চোরের মতন—কিন্তু আর কত কাল এই আলেয়ার আশায় এম্‌নি ক'রে আমায় ঘোরাবে বলত ? না—আজ কিন্তু আর শুন্‌ছি নে, এসো—। এখনই চলে' এসো। আমি একাই রাশিয়ার সমস্ত গভর্ণমেণ্টকে আপসেট ক'রে দিতে পারবো।—বোকা জাত্‌! একবার অপমান করবার পর আবার আমায় ওয়ারের মিনিষ্টার করেছে!...তারপর বলবো তোমায় আমার স্কীম ?—সমস্ত পৃথিবীর উপর আমরা অধিকার পাবো সত্যি, কিন্তু সে শুধু তুমি আর আমি। এ দলের জন্যে এখন আর ভয় করি নে ; তবে চুরি কর্ব্ব ঐ ব্লু টর্চ্চ। তার পর এই রাশিয়া, জাপান, ইণ্ডিয়া, ক্রমশঃ সারা এশিয়া তারপর...........হ্যাঁ, আর দেরী করলে চল্‌বে না।"

—"কিন্তু বরিস! বিশ্বজয়ের কল্পনায় তুমি পাগল হ'য়ে গেছো দেখছি। তুমি কি ভুলে গেছো তোমার প্রতিজ্ঞা ?"

—"না, পাগল আমি হই নি, প্রতিজ্ঞাও আমার

মনে আছে ; কিন্তু আর আমার ধৈর্য্য নেই। তোমার সৌন্দর্য্যের মায়া-মৃগের পিছনে আর আমি ঘুরে বেড়াতে পারবো না। এবার আমায় ধরা দাও—এসো আমার সঙ্গে !"

—"অসম্ভব বরিস্ ! তোমার জন্য ভুলতে পার্‌বো না আমার এই ব্রত। ইচ্ছে হয় তুমি যেতে পারো এ'দলের বাইরে। তারপর সাক্‌সেস্‌ফুল হও ত ফিরে এসো, তখন আপনা হতেই ধরা দেবো।"

—"আচ্ছা তবে তাই হবে। হ্যাঁ সেই ভাল ! কিন্তু এ'টুকুন মনে রেখো—যে একদিন আমি তোমাকে পাবোই পাবো।"

—"কিন্তু বরিস্, ভুলে যেওনা, পালাতে কৃতকার্য্য না হওয়ার পর তার পরিণামের কথা।"

—"আচ্ছা ! আচ্ছা ! তাও দেখা যাবে।"

এর পর 'ও', 'ও'র পর 'সে'—এমনি ক'রে দিনের পর দিন এক একজনের আবেদন শুন্‌তে শুন্‌তে ইন্দ্রানী ক্লান্ত হ'য়ে ওঠে। প্রেমের অভিনয় ক'রে পৃথিবীর এক এক জায়গা থেকে এক একজন অপমানিত লোক

নিয়ে যে দলের দেয়াল ওরা গড়ে' তুলেছিলো, তাকে

যে আর বেশী দিন টিকিয়ে রাখা চলবে না, একথা বুঝতে আর বাকী থাকে না।

একথা সকলেই বুঝতে পারে যে—যে আইডিয়া

নিয়ে পৃথিবীর বিরুদ্ধে ওরা ষড়যন্ত্র করেছিলো তার মূলে এবার সত্যি সত্যি ঘুণ্ ধরে' গেছে।—

কিন্তু সেই সঙ্গে মনে মনে 'ও' অনুভব করে যে —কল্পনা কর্‌তে কর্‌তে সারা পৃথিবীর সম্রাজ্ঞী হবার একটা দারুণ উচ্চাকাঙ্ক্ষা একান্তভাবেই আজকাল ওকে যেন পেয়ে বসেছে।

ওর মনে হয়—সত্যি একদিন ওকে সম্রাজ্ঞী হ'তে হবে, নিতে হবে ওকে সমাজের উপর প্রতিশোধ—যে সমাজের অবজ্ঞা ও ঘৃণার মধ্যেই হয়েছিলো ওর জন্ম। আর সেই দৃঢ়তার মধ্যেই ডুবে যায় ওর সৌন্দর্য্যের চেতনা, ওর যৌবন, এমন কি, 'ও' ভুলে যায় যে 'ও' নারী! আর তখন পাষাণের মতই নির্ম্মম ও কঠিন হ'য়ে উঠে ওর বুক।

সন্ধ্যার অন্ধকার লেগে সাম্‌নের আকাশ হ'য়ে উঠেছে যেন কয়লার মতই কালো; আর তারই মধ্যে দিয়ে ষ্টেটের দু' একটা এরোপ্লেন্ গুম্ গুম্ শব্দ ক'রে মাঝে মাঝে আনাগোনা কর্‌ছে—এদিক থেকে ওদিক্।

আলোহীন ঘরের ভিতর থেকে বৃদ্ধের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল—

"এদের সবাইকে এবার একে একে শেষ ক'রে দিলেই চলবে; কিন্তু এবারকার আমাদের স্কীমটা নষ্ট হ'য়ে গেল, এই যা—কিন্তু তাতে দুঃখেরই বা কি এমন আছে? আবার আমাদের কাজ আরম্ভ কর্ত্তে হবে। নিরাশ হবার কিছুই ত নেই।"

ইন্দ্রানী প্রশ্ন করলে—"কিন্তু এদের সবাইকেই কি অন্ধ ক'রে শাস্তি দেবার দরকার আছে?"

"এবারে আর শুধু অন্ধ ক'রে নয়—কর্‌তে হবে খুন।—ও কি! চীৎকার ক'রে উঠলে যে? ভয় পাচ্ছো? কিন্তু ভেবে দেখো, যখন এক একটা ছোট ছোট দেশের মধ্যেই যুদ্ধ বাধে তখনই কত লক্ষ লক্ষ মানুষকে পিপড়ের মতই দলে' দিয়ে যেতে হয়। তাই যদি তুমি সমস্ত পৃথিবীর সম্রাজ্ঞী হ'তে চাও, তাহ'লে হ'তে হবে নির্ম্মম, হ'তে হবে নিষ্ঠুর, ভুলে যেতে হবে যে তুমি নারী। এত দুর্ব্বল হ'লে ত চল্‌বে না!"

"কিন্তু এদের সবার সঙ্গেই যে আমি প্রেমের অভিনয় ক'রেছিলাম আর এদের সকলেই হয় ত সত্যি সত্যি আমায় ভাল বেসেছিল। একথা আমি কি ক'রে ভুলবো?"

"কিন্তু ভুলতে হবে,—ভুলতে হবেই—এই যে আমাদের ব্রত।"

"যাক্, আজ আমাদের শেষ ভিক্‌টিম্ এ্যাডলফকেও রক্তের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে এলুম।"

ইন্দ্রানী বিদ্রূপের স্বরে জিজ্ঞাসা করলে—

"আরও কেউ বাকী আছে নাকি?"

বৃদ্ধের কাছ থেকে জবাব এলো—"না"

"তাহলে সব শুদ্ধ ক'জন হলো?"

"তিনশ একুশ।"

"যাক, ভালই হয়েছে। আজ যেন মনে হচ্ছে—সত্যি আর আমি নারী নই। মনে হচ্ছে আজ আমি পাষাণ! আজ বুঝলুম—কতবড় অর্থহীন এই প্রেম, কিন্তু তবুও তিনশ একুশ জনের সকলেই হয়ত আমাকে ভাল বেসেছিলো। এইটেই আশ্চর্য্য!"

বৃদ্ধের ঠোঁটে একটা চাপা হাসির ঢেউ খেলে গেল—"বোকা মেয়ে, পাষাণ ভিন্ন আর সবাই যে ধ্বংস হ'য়ে যায়। যদি আমাদের বাঁচতে হয় তবে যে পাষাণই হ'তে হবে। তা ভিন্ন তো উপায় নেই, সামনের এই গ্রেটওয়ারের কি আর শেষ আছে। বিজয়ী বা পরাজিত বলতে কাউকেই বোধ হয় আর

বেঁচে থাকতে হবে না। আমাদের এই দলেরও আর

কোন প্রয়োজন ছিল না। নতুন আর কোন দলও

বোধ হয় গড়ে' তোলবার আর দরকার হবে না—সেই জন্যই ত ওদের খুন ক'রে দিয়েছি। যুদ্ধের বারুদ, গ্যাসের বোমা, আর মেসিন গানের হাত থেকে নিজেদের যারা বাঁচিয়ে রাখতে পারবে তারাই শুধু হবে এই পৃথিবীর মালিক। কিন্তু সে রকম লোক মাত্র ক'জন থাকবে সেইটাই সন্দেহ। মানুষের রক্তে রক্তে দিন দিন এখন ধ্বংসের নেশা নিবিড় হ'য়ে উঠছে। কয়েক শ' মাইল অবধি উর্দ্ধ আকাশ গ্যাসের চাপে বিষাক্ত হ'য়ে উঠবে। কাজেই বাঁচতে হ'লে ঘৃণিত ইঁদুরের মতই শেষকালে মাটীর মানুষকে আশ্রয় নিতে হবে এই মাটীর তলাতেই। আর সেই জন্যই ত ঐ নতুন মাটী-কাটা কলটা আবিষ্কার কর্ব্বার চেষ্টা কচ্ছি। কিন্তু ও কি? কিসের একটা শব্দ হ'ল বলতো?"

দুজনেই ওরা শুনতে পেয়েছিলো—ওধারে মাটির উপরে একটা ভারি জিনিষ পড়ে' যাবার শব্দ; আর সেই সঙ্গে যেন একটা মানুষের চীৎকার। ত্রস্ত পদে বাইরে এসে ইন্দ্রানী দেখ্‌তে পেলো একটা জিপসি ফ্লাইংবোট

সামনের জমির উপর নুজ্‌ড্‌ হয়ে প'ড়ে, একবারেই চুরমার হ'য়ে গেছে। আর তারই কাছে আন্‌কন্‌সাস্‌ ভাবে প'ড়ে আছে একজন পাইলট। তবে তখনও মনে হ'ল লোকটা যেন মরে নি। আর সেই সঙ্গে আকাশের দিকে চাইতেই ওর নজরে পড়ল—আরও দুটো ছোট ছোট গানার প্লেইন ওদের দিকেই লক্ষ্য ক'রে ছুটে আসছে। ব্যাপারটা বুঝতে আর ওর বাকী রইলো না। ও বেশ স্পষ্ট করেই বুঝতে পার যে ঐ দুটো প্লেনই এতক্ষণ লোকটাকে চেইজ্‌ কচ্ছিল। তাই আর মুহূর্ত্ত মাত্র দেরী না ক'রে লোকটাকে এক রকম টানতে টানতেই ভেতরে এনে দরজাটা "ও" চট ক'রে বন্ধ ক'রে দিলো।

এদিকে আকাশের প্লেইন দুটো অন দি স্পষ্ট নাব্বার জন্যে দক্ষিণ দিকে যেই একটা টারন্‌ নিলো, ঠিক সেই সময় দরজাটা আর একবার একটু ফাঁক ক'রে কালো গ্লাব্‌স পরা একটা অমানুষিক হাত হঠাৎ আকাশের দিকে লক্ষ্য ক'রে মুহূর্ত্তের জন্য একটা নীল আলো জ্বেলেই আবার ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিল।

সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেলো দুটো গানার প্লেইন্‌

অন্ধের মতই পরস্পরের সঙ্গে কলিসন ক'রে আগুন লাগা অবস্থায় মাটির উপর আছাড় খেয়ে পড়ছে।

জাপানের নয়েস্‌লেস্ মেসিন্‌গানের পাল্‌টা জবাব স্বরূপ ইটালীতে ফ্লোটিং ট্যাঙ্ক তৈরী হয়েছিল; কিন্তু আমেরিকা শেষকালে এক অদ্ভুত ডাইভিং এরোপ্লেন্ তৈরী ক'রে সকলকেই টেক্কা দিয়ে দিলো।

এদিকে জেনিভার পিস এগ্রীমেণ্টের পর অস্ত্র শস্ত্রের কারখানা করবার একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট হ'য়ে গেছিলো ব'লে, জার্ম্মানী তার ওষুধের কারখানার মধ্যে এমন একটা নূতন গ্যাস আবিষ্কার ক'রে ফেললে যাতে ক'রে সমস্ত ইয়োরোপের উপর এক ঘণ্টা ছাব্বিশ মিনিটের মধ্যেই আগুন ধরিয়ে দেওয়া যায়। গ্যাস্ মাস্‌কের কোন ক্ষমতাই যার কাছে আর নেই! কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে এই যে সেই সঙ্গে জার্ম্মানীও হয়ত বাদ যাবে না।

এরপর ইংলণ্ডে তৈরী হলো ফ্লাইংট্যাঙ্ক যা

জলের উপর ভাস্‌তে ত পারেই তা ছাড়াও দরকার হ'লে উড়তেও পারে, বিলিতি মিনিষ্টাররা কৃত্রিম যুদ্ধের মাঠে এই বিচিত্র ট্যাঙ্কের ডিসপ্লে দেখে মনে মনে খুব একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করলো।

এদিকে ভারতবর্ষে এমন একটা হাউই আবিষ্কার হলো যাতে করে' পঁচিশ হাজার মাইল দূরেও যে কোন সহরের উপর আড়াই ঘণ্টার মধ্যেই গ্যাস্‌বম্‌ব্‌ ছোড়া যায়।

কিন্তু একটা কিছু নূতন জিনিষ আবিষ্কার হবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত পৃথিবীময় তার নকল করার ধুম পড়ে' যায়। তা সে যে কোন দেশের যে কোন নিভৃত কর্ণারেই হ'ক না কেন! এক এক দেশের এক এক ডিক্‌টেটার নিত্য নূতন মতলব্‌ আঁট্‌তে থাকে; কিন্তু তাও বার বার ফেঁসে যায়। ডজন্‌ ডজন্‌ পিস্‌ এগ্রীমেণ্ট্‌ লক্ষ বার নষ্ট হয়ে গেছে, তবুও আবার পিস্‌ টক্‌ চলতে থাকে।

ক্রমশঃ আকাশের উপর মানুষের অধিকার বাধাহীন হ'য়ে উঠ্‌লো। এমন কি এরোপ্লেন চালাতে গেলেও মানুষের আর প্রয়োজন হয় না। ষ্টেটের রেডিও কন্‌ট্রোলড্‌ সেল্‌ফ বম্বিং এরোপ্লেনগুলো

আকাশের উপর ছেড়ে দিয়ে ওয়ার লর্ডরা মজা দেখতে থাকেন।

তবু যন্ত্র গর্ব্বে গর্ব্বিত মানুষের স্বপ্ন যে আকাশের উপর একদিন চিরস্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মাণের আশায় উল্লসিত হ'য়ে উঠেছিল, সেই মানুষই এখন আকাশকেই সব চেয়ে বিপদ সঙ্কুল মনে করে' মাটির তলাতেই নিরাপদ আশ্রয়ের আশায়, গুপ্তভাবে দুর্গ খননের ব্যবস্থা কর্ত্তে থাকে, আর নিউডিসম্-এর নামে প্রকৃতির সঙ্গে ছদ্ম বন্ধুত্ব ক'রে প্রকৃতিকেই জয় কর্ত্তে চেয়েছিল যারা, তারাও এখন ব্যাক-টু দি-নেচার মুভমেণ্টের বদলে আত্ম-রক্ষার খাতিরে পড়েই বাধ্য হয়ে কঠিন ইস্পাতের বর্ম্ম ব্যবহার কর্ত্তে আরম্ভ ক'রে দেয়।

এর পরেও অনবরত এক্স্পেরিমেণ্ট চলায় রেডিওর উন্নতি শেষকালে টাইম এণ্ড স্পেসের বাধাকেও প্রায় অতিক্রম ক'রে ফেল্‌লে। যাতে ক'রে একদিন এমন একটা নূতন জিনিষ আবিষ্কার হলো যে আমেরিকায় সুইচ টিপলে রাশিয়ার বম্ ফ্যাক্টারিতেও আগুন লাগানো চলে।

তাই এতকাল ধ'রে এত পিস্ কন্‌ফারেন্স হওয়া সত্ত্বেও যে সমস্ত দর্পিত পাওয়ার একটা মাত্র যুদ্ধের

কারখানাও বন্ধ করতে রাজি হয় নি, এবার তারাই আত্মরক্ষার জন্যে নিজের নিজের এক্সপ্লোসিবের কারখানা গুলো আগে থাক্‌তেই নষ্ট ক'রে ফেল্‌লে। কারণ যার যত এক্সপ্লোসিব সঞ্চিত থাক্‌বে তার নিজেরই হলো তত বেশী ভয়। নিত্য নূতন আবিষ্কার হয়েই চল্‌লো, রেডিওর সাহায্যে সাবমেরিনও এখন চল্‌তে পারে। দেখা গেল জাপানে সুইচ টিপলে জার্ম্মানীর ম্যান অফ্‌-ওয়ারকে একেবারে বানচাল্‌ করা চল্‌বে। কাজেই যুদ্ধের স্থূল উপকরণগুলো হ'য়ে উঠ্‌লো অপ্রয়োজনীয়। এবং সকলেই করতে লাগলো রেডিও নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট।

কিন্তু কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন রেডিও প্রোটেক্‌টিভ এক অদ্ভুত মেশিন তৈরী হয়ে যেতেই আবার সব কিছুরই হলো প্রয়োজন। এবং ফের সেই সব গ্যাসবম্ব নিয়ে নূতন ক'রে এক্সপেরিমেণ্ট আরম্ভ হলো। কিন্তু যতই ভয়াবহ গ্যাসই হ'ক না কেন, তারও একটা কিছু না কিছু এ্যাণ্টিডোট্‌ বেরিয়ে পড়ে—এ-ও হলো আর একটা মুস্কিল।

কয়েকদিন হলো ক্ষতস্থান গুলো শুকিয়ে আসায় পাইলট্ বেশ সুস্থ হ'য়ে উঠেছে।

লোকটাকে বাঁচিয়ে তুলে ইন্দ্রানী আজ এমন একটা আনন্দ পেয়েছে যে-আনন্দ আর জীবনে ওর কোন দিন আস্বাদ করা হয় নি!

আজন্ম একটা মিষ্টিরিয়াস এ্যাট্‌মস্‌ফিয়ারের মধ্যেই ও বড় হ'য়ে উঠেছিলো। নেশার মতই একটা ঝোঁকের মধ্যে প'ড়ে, বহু লোকের সঙ্গেই ওকে করতে হয়েছিল প্রেমের অভিনয়। বহু নরনারীকে 'ও' নিজের হাতেই খুন্ ক'রে এসেছে, আর তাই সমস্ত হৃদয়টা ওর ঠিক যেন পাষাণের মতই কঠিন হ'য়ে উঠেছিলো। এমন কি মানুষকে খুন ক'রে, এক এক দিন 'ও' আনন্দও পেয়েছে সত্যি।

কিন্তু কচি ছেলের মতই অসহায় একটা অজ্ঞান মানুষকে বাঁচিয়ে তোলার মধ্যে যে একটা নূতন আনন্দ থাকতে পারে সেটা 'ও' জীবনে এই সর্ব্ব প্রথম উপলব্ধি করলো।

একদিন সকালে একটা অন্ধকার আণ্ডার গ্রাউণ্ড সেলের মধ্যে ব'সে, পাইলটকে লক্ষ্য ক'রে ইন্দ্রানী বলছিল—

"ঠিক তোমার মতন আমিও একটা অরফান জন্মের পর-মুহূর্ত্তেই তুষার-পড়া শীতের রাতে বাপ মা আমায় একটী নির্জ্জন পথের ধারেই ফেলে দিয়ে চ'লে গিয়েছিলো ; কিন্তু আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে তখন এই বৃদ্ধই আমাকে বাঁচিয়ে তোলে ।"

"কিন্তু কে এই বৃদ্ধ ! বল ত ? অমন একটা অমানুষিক লম্বা ও সুগঠিত চেহারা জীবনে আর কখনও দেখেছি বলে'তো মনে হয় না। লোকটাকে দেখলে কে বলবে যে ওর বয়স হয়েছে এক শ' বছরের উপর। আর এও কি সম্ভব—এক'শ বছরের পরেও মানুষ কি এমন ভাবে বেঁচে থাকতে পারে ! এটা সত্যিই আশ্চর্য্য ।"

"কিছুই অসম্ভব নয় ! গত একুশ বছর ধ'রে আমিই ত ওকে এই একই রকম দেখে আসছি। তবু কে এই বৃদ্ধ সে কথা আমিও জানিনে। আর আমাকে ও মানুষ করেছে বলেই হ'ক অথবা যে কারণেই হ'ক আমার উপর ওর যে একটা অসম্ভব প্রভাব আছে, তা' আমি বেশ অনুভব করতে পারি। আর সে জন্যই ত আমায় দিয়ে কত লোককে যে ও খুন করিয়ে নিয়েছে তারও কোন ইয়ত্তা নেই। ওরই আদেশে তাদের সঙ্গে আমি প্রেমের অভিনয়ও করেছিলুম !

তারপর সমস্ত পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব ক'রে মানুষের উপর প্রতিশোধ নেবার একটা দারুণ দুরাকাঙ্ক্ষা ওই ত আমার মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু যাক সে কথা, বেশ লাগছিল তোমার জীবনের কাহিনী শুনতে—আচ্ছা! ব্যারনের মেয়েটাকে তুমি কি নিতান্তই ভাল বেসেছিলে?"

"না মোটেই না, আমরা পরস্পরের এই শারীরিক স্থূলতাকেই কেবল কামনা করেছিলুম। আর কিছু নয়।"

"হাঁ, তারপর কি হলো?"

"তারপর আর কি হবে! দুজনে একদিন ইলোপ করলুম। কিন্তু ব্যারণের সম্মানে যে এতে আঘাত লেগেছিলো, তাই ভিতরে ভিতরে আমাদের খোঁজ চল্‌তে লাগলো এবং শেষকালে একদিন বেকায়দায় আমরা ধরাও পড়ে' গেলুম। এর পর হয়ত আমার আজীবন কারাদণ্ড হতো; কিন্তু তার আর প্রয়োজন হলো না। তবে এমন একটা অদ্ভুত ঘটনা হ'ল, যে হয়ত তারই জন্য ও গিয়ে আত্মহত্যা করেছিলো। আর আমি গিয়ে, যোগ দিলুম এক রেভোলিউসনারি দলে;

তারপর সুযোগ বুঝে ব্যারন্‌কে একদিন নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা ক'রে আমিও একদিন প্রতিশোধ নিয়েছিলুম।"

"কিন্তু আমি যে কিছুই বুঝ্‌ছিনে—কি এমন অদ্ভুত ঘটনা হয়েছিল যাতে ক'রে আজীবন কারাদণ্ড হওয়ার চেয়েও তোমরা বেশীরকম আঘাত পেয়েছিলে।"

"সে কথা শুনে আর কি হবে! ওর যখন খুব এ্যাডভানষ্ট ষ্টেজ, প্রায় ন'-মাস, তখন একদিন ওকে নিয়ে হস্‌পিটালে গিয়েছিলুম; কিন্তু ডাক্তার ওকে দেখে বল্‌লো—আরও কয়েকদিন পরে এলেও চল্‌বে। তাই আমরা বেরিয়ে আসছি, ঠিক এমনি সময় আমাদের এ্যারেষ্ট করা হয়।

"ছু'দিন জেলের মধ্যেই কাটলো, তৃতীয় দিন রাত্রে, ব্যারন্ নিজেই মেয়েকে বুঝোতে এসেছিলো, যদি আমাকে 'ও' ছেড়ে দেয় তাহলে শুধু আমারই হবে কারাদণ্ড। আর তা না হ'লে আমাদের ছু'জনকেই রিভলভারের মুখে প্রাণ দিতে হবে। সে এতে কখনই রাজী হতো না, একথা আমি জানি, কারণ আমরা ছুজনেই পরস্পর পরস্পরকে উপভোগ কচ্ছিলুম। কাজেই শাস্তি হোলে একা শুধু আমাকেই তার সবটা সে কখনই নিতে দিতো না; তাই আসন্ন মৃত্যুর জন্যে

আমরা যখন প্রস্তুত হচ্ছি, ঠিক্ সেই সময় জেলের দরজা খুলে ভিতরে এল ব্যারন্। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, যে লোকটার হাতে ছিলো মুহূর্ত্তের মধ্যেই আমাকে মেরে ফেলবার ক্ষমতা, আমাকে দেখে সে নিজেই পিছিয়ে গেল দশ হাত। তারপর ধরাগলায় চেঁচিয়ে উঠলো,—সর্ব্বনাশী করেছিস কি ?...নিজের ভাইকেই......

আমরা দুজনেই স্তম্ভিত হ'য়ে গেলুম, আর তার পর কি হলো তা তো আগেই শুনেছো।"

"কিন্তু তোমরা ভাই বোন বলে' এমন কি ক্ষতি হয়েছিলো কিছুই তো বুঝলুম না!"

"ক্ষতি! কই, আমার হয়ত কিছুই হয় নি। আর 'ও' হয়ত আত্মহত্যা করেছিলো, সেও হয়ত শুধু ক্ষণিকের একটা উত্তেজনায়।···

"কিন্তু ব্যারণকে আমি খুন করলুম কেন?

"...সে শুধু প্রতিশোধ নেবার জন্যে। কোন অধিকারে আমাকে ও পৃথিবীতে এনেছিলো? যার জন্যে আমার সহ্য করতে হয়েছে কত রকম কষ্ট। অরফান কলেজে পড়বার সময় নিজের এই লজ্জিত জন্মের কথা স্মরণ ক'রে আমার একদিন আত্মহত্যা করবার

ইচ্ছে হয়েছিল কিন্তু তা আর হ'য়ে উঠেনি সত্য ; তবে তারপর সহ্য করতে হয়েছে আমায় কত রকম কষ্ট, কত ষ্ট্রাগল্ ক'রে নিজেকে আমি আজ অবধি বাঁচিয়ে রেখেছি তার ইয়ত্তা নেই। আর সেই জন্যেই তো আমার এই জীবনের উপর কেমন একটা মায়া পড়ে' গেছে, যার জন্যে এখন আমার মরতে হয়তো দস্তুর মতন কষ্ট হবে। এখন মানুষের উপর প্রতিশোধ নেওয়াই হচ্ছে আমার ব্রত। সমস্ত পৃথিবীকে যদি শাস্তি দিতে পারি তবেই আমার এই প্রতিহিংসার চরিতার্থ হবে। এসো—এসো —এখান থেকে আমরা পালিয়ে যাই। তুমি কি আস্‌বে আমার সঙ্গে ?"

"হ্যাঁ, যাবো। আমায় কি তুমি নিয়ে যাবে ? নিয়ে যাও, সত্যি। আমায় তুমি নিয়ে যাও, আমায় তুমি উদ্ধার করো এখান থেকে। দুজনেই আমরা একপথে। আজ আমরা বন্ধু।"

হ্যাণ্ড সেকের উদ্দেশে ইন্দ্রানী পাইলটের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিলে, ইন্দ্রাণীর হাত ধরে' পাইলট্ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বল্‌লে—

"হ্যাঁ, তাই হবে। আর দেরী করার কোন দরকার নেই, আজ রাত্রেই আমাদের বেরুতে হবে এখান

থেকে। চারিদিকে হয়তো বার্বড্-ওয়্যার-ফেন্স দেওয়া থাক্‌বে তখন। কিন্তু সেজন্য আমি ভয় করি নে। অর্ফ্যান কলেজে পড়বার সময় সায়েন্স্ আর জিওগ্রাফিতে আমি বহুবার ফার্ষ্ট হয়েছি।”

আকাশের বুকের মধ্যিখানে ফুটে উঠেছে ঘুমের মতই ঠাণ্ডা চাঁদের একটা চাকৃতি। ইন্দ্রানী ও পাইলট্ পরস্পরের হাত ধরাধরি ক'রে প'ড়ো বাড়িটার গেটের বাইরে এসে দাঁড়ালো।

তারপর একটা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে যেই ওরা সম্মুখের পথে এগিয়ে যেতে যাবে, ঠিক সেই সময় একটা বিকট অট্টহাসিতে ওদের চমক ভাঙ্‌লো—হা—হা—হা—এবং পিছন ফিরে চেয়ে দু'জনেই ওরা আশ্চর্য্য হয়ে দেখলে হাতে সেই ভয়াবহ ব্লু-টর্চ্চ নিয়ে বৃদ্ধ ঠিক ওদের এক ইঞ্চি দূরেই দাঁড়িয়ে আছে। একটী মাত্র সুইচ টিপতেই সুধু যেটুকুন্ সময় লাগে, তারপরে দু'জনেই ওরা অন্ধ।

নিরুপায় ইন্দ্রানী আর্ত্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো—

“ক্ষমা করো।”

"ক্ষমা! হা—হা—হা—এ অপরাধের ক্ষমা নেই। তুমি কি ভুলে গেছো, পৃথিবীর কি অবস্থার মধ্যে তোমার জন্ম। আর শীতের রাত্রে, সেই তুষারপাতের মধ্যে, আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে, তখন কে তোমায় রক্ষা করেছিলো? সে কথা কি একবারও ভেবে দেখেছো?"

"জানি—জানি, সেজন্যে তোমার কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো।"

"কৃতজ্ঞ। তাহ'লে আর তোমার আজন্মের শিক্ষার সমস্ত আদর্শের মূলচ্ছেদ ক'রে একজন অপরিচিতের সঙ্গে এমনি ক'রে পালাবার চেষ্টা করতে না।"

"ক্ষমা করো, ক্ষমা করো।"

"ক্ষমা নেই। দরজার আড়াল থেকে তোমাদের সমস্ত পরামর্শই আমি শুনেছি। তবে এখনও মুক্তি পেতে পারো যদি ঐ লম্পট দস্যুটাকে নিজে হাতেই এখুনি খুন করতে প্রস্তুত হও। ও তোমার আজীবন শিক্ষার সমস্ত সংস্কারকে গুঁড়িয়ে দিয়ে, নষ্ট ক'রে দিয়েছে তোমার ব্রত।"

"না—না—অসম্ভব। সে যে আমি কখনই পারবো না। আমি যে নিজে হাতেই ওকে মৃত্যুর

কবল থেকে বাঁচিয়ে তুলেছি। তোমারই অনুরোধে অনেক মানুষকে খুন করেছি সত্যি, কিন্তু মানুষকে জীবন দেয়ার মধ্যে যে এত বড় একটা নিবিড় আনন্দ থাকতে পারে, তখন তা কে জানতো। তার চেয়ে আমায় তুমি মেরে ফেলো, আমি কখনই পারবো না।"

"হাঃ—হাঃ—তোমরা ভুলে যেতে পারো তোমাদের জীবনের কথা, ভালবাসার খাতিরে জীবনকে বলি দিতেও তোমরা কুণ্ঠিত নও। মানুষকে তোমরা মেনে নিতে পারো বন্ধু বলে'। কিন্তু আমি তা পারিনে। তবে আমি আরও একবার বল্‌ছি, যদি জীবনের উপর মায়া থাকে, তাহ'লে এখনও ভেবে দেখ্‌তে পারো।"

"উঃ! কি নিষ্ঠুর! তোমার কি একটুও মায়া নেই। মানুষের রক্তে তুমি কোন অজ্ঞাত যজ্ঞের তর্পন করবে, তা কে জানে। কিন্তু এত মানুষ খুন করা সত্ত্বেও এখনও কি তোমার রক্তের তৃষ্ণা মিট্‌লো না। তবে জিজ্ঞেস করি আমাকেই বা এতদিন মেরে ফেলনি কেন? আচ্ছা,—তুমি কি মানুষ নও?"

"না, আমি মানুষ নই। তবে শোন, তোমাদের এই জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে একটা চিরদিনের গুপ্ত কথা আজ প্রকাশ করি। আমি জীবন্ত একথা মিথ্যে

নয় কিন্তু আমি নারীও নই, পুরুষও নই। সমস্ত জগতের উপহাসের বস্তু হ'য়েই আমার জন্ম। আর তাই দয়া মায়ার একটুও আমি ধার ধারি নে। নর নারীর সৌন্দর্য্য ও প্রেম আমার কাছে অর্থহীন। কিন্তু আমার এই আজন্মের লজ্জাকে আজীবন আমি সযত্নে লুকিয়ে রেখেছি এমন কি আমার জন্মদাতারাও হয়তো জানে না। শিক্ষা শেষ হবার পর ঐ অন্ধকারের মধ্যেই নিজেকে আমি নির্ব্বাসিত করেছিলুম, তারপর আমার সৃষ্টিকর্ত্তা প্রকৃতির উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে দিনের পর দিন রিসার্চ করে' আবিস্কার করেছি—এই ব্লু-টর্চ্চ। তারপর তৈরী করেছি এক খাদ্য-বড়ী—যার একটী মাত্র বড়ীতেই এক বৎসরের ক্ষুধা তৃষ্ণা হ'য়ে যায় নষ্ট, পরমায়ু হয়ে যায় লক্ষগুণ, এর পরেও আবিষ্কার করেছিলুম বিশ্বের সমস্ত জীবন্ত প্রাণীকে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে ধ্বংস করে' দেবার গ্যাস। কিন্তু সেই সঙ্গে নিজেও ধ্বংস হয়ে যাব, এই ভয়েই তাকে নষ্ট ক'রে ফেললুম। কিন্তু আমি নিজেও আজ অবধি ভেবে পাইনে সুধু তোমার কাছেই কেন আমি এত দুর্ব্বল। তোমাকে সেই অসহায় মৃত্যুর হাত থেকে আমি বাঁচিয়ে তুলেছিলুম, এই কি তার কারণ? কিন্তু

যাক্ সেকথা। এখনও বল্‌ছি, আমি তোমায় আর একবার ভেবে দেখবার সময় দিলুম।”

এইবার একবার পাইলটের ও একবার বৃদ্ধের মুখের দিকে চেয়ে, কি ভেবে ইন্দ্রানী দৃঢ় স্বরেই বলে’ উঠলো ঃ

“আচ্ছা, আমি প্রস্তুত।”

এবং কম্পিত কলেবরে বৃদ্ধের হাত থেকে গুলিভরা নয়েজলেস রিভলভারটা নিয়ে আর মুহূর্ত্তমাত্র দেরী না ক’রে বৃদ্ধকেই লক্ষ্য ক’রে ইন্দ্রানী ট্রীগার টিপলে।

রক্তের স্রোতের মধ্যে অপ্রস্তুত বৃদ্ধের মৃত দেহটা লুটিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের আতিশয্যে ইন্দ্রানী পাইলটের গলাটা জড়িয়ে ধরে’ চীৎকার ক’রে উঠলো ঃ

—“আজ আমি মুক্ত।”

তারপরে মৃত বৃদ্ধের হাত থেকে স্খলিত ব্লু-টর্চ্চটা ছিনিয়ে নিয়ে ওরা সেই অপূর্ব্ব খাদ্য-বড়ী ও অন্যান্য জিনিষগুলো সংগ্রহের জন্য আবার সেই পোড়ো বাড়ীর মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করলে।

ভবিষ্যৎ মহা-যুদ্ধের জন্যে সমস্ত পৃথিবী যখন প্রস্তুত, শুধু প্রথম গ্যাস-বম্বটা কে সর্ব্বাগ্রে ফেলে এই-টুকুই দেখবার জন্যে সমস্ত দেশ যখন আতঙ্কে উদ্‌গ্রীব

হ'য়ে আছে ঠিক এমন সময় হঠাৎ এক দিন বিদ্যুৎপাতে জার্ম্মানীর গান পাউডারের কারখানায় আগুন লেগে কয়েকটা বড় বড় সহর ছাই হ'য়ে পুড়ে গেলো।

একদিনের একটা বড় টাইফুন ঝড়ে আমেরিকা মহাদেশটার খানিকটাই গেলো উড়ে।

ইংল্যাণ্ডে এমন একটা প্লেগ দেখা দিলো যার আর কোন প্রতিকার নেই।

এদিকে য়্যাবিসিনিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে প্রচুর লোক-ক্ষয় হওয়ায়, ষ্টেট থেকে বিয়ে করার সমস্ত খরচ দিয়ে জন্মহার বাড়াবার জন্যে ইটালি বহুরকম চেষ্টা করলেও হঠাৎ একদিন বড় বড় গ্যাস ফ্যাক্টারীগুলো সেলফ-এক্সপ্লোড করায় লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ হয়ে গেলো নষ্ট।

ভারতবর্ষের বহু জায়গা বন্যায় গেলো ডুবে। চায়নায় দেখা দিলো ফেমিন।

রাশিয়ার একটা দিকে এমন তুষারপাত হ'তে লাগলো, যাতে ক'রে ঘর-বাড়ী অবধি ডুবে যাবার জোগাড়।

তারপর অকস্মাৎ একদিন লাভার-স্রোতের মধ্যে

ডুবে গিয়ে গর্ব্বিত জাপান হ'য়ে গেলো শুধু একতাল সিমেণ্ট।

সর্ব্বশেষে হঠাৎ একদিন বিশ্বব্যাপী এমন একটা ভূমিকম্প হলো যার ফলে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে মানুষের পরিচিত দেশ ও দ্বীপগুলোর আর চিহ্নমাত্রও রইলো না।

কোন কোনটা পৃথিবীর অতল তলে অদৃশ্য হ'য়ে গিয়ে সৃষ্টি করলো এক একটা বড় বড় মহাসমুদ্র, আর কোন কোনটা ধ্বংসের স্তূপগুলোকে বুকে নিয়ে সুধু জনমানবহীন মরুভূমির মতন খাঁ খাঁ করতে লাগলো।

এদিকে বহু কৌশলে সেই ব্লু-টর্চ্চের সাহায্যে ভারতবর্ষের একটা জাহাজ লুট ক'রে, নিয়ে সেই আধ ভাঙাজাহাজে ক'রে সাধারণ জলদস্যুর মতই পাইলট ও ইন্দ্রানী সমুদ্রে সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছিলো।

কিন্তু একদিন চায়নার ব্যাঙ্ক থেকে গোল্ডবার নিয়ে যে চায়নিজ জাহাজটা যাচ্ছিলো, অসম্ভব রকম জল

ঝড়ের মধ্যে বার্ম্মার কোষ্ট থেকে ক'একশো মাইল দূরে গিয়ে সেই জাহাজটা লুট ক'রে নিয়ে অসংখ্য মানুষ খুন ক'রে জাহাজটা ওরা সমুদ্রের ভেতর ডুবিয়ে দিয়েছিলো।

কিন্তু কিছুদিন গেলে ফেরবার সময় বে অব বেঙ্গলের উপর দিয়ে চার হাজার মাইল অবধি ঘুরেও ওরা কোষ্টের কোন চিহ্নই দেখতে পেল না।

আরও আশ্চর্য্যের বিষয় সমুদ্র যেখানে সব চাইতে রাফ্ হবার কথা সেই খানেই দেখা গেলো সমুদ্র তখন হ'য়ে গেছে নিথর হ্রদের মতই সমতল।

নিশ্চয় ওরা পথ ভুল করেছে এই ভেবে মাটীর অনুসন্ধানে ওরা আবার জাহাজ ঘুরিয়ে নিলো।

কিন্তু দিনের পর দিন মাসের পর মাস এই ভাবেই কেটে গেলো। চারিদিকে শুধু অথই সমুদ্রের নীল জল ভিন্ন এক ইঞ্চি মাটিও ওদের নজরে আর পড়লো না।

বৃদ্ধের ল্যাবরেটারী থেকে যে সমস্ত খাদ্য-বড়ী ওরা সংগ্রহ ক'রে এনেছিলো তাও প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। দলের অন্যান্য লোকজনের মধ্যে কেউ কেউ আতঙ্কে উন্মাদ হ'য়ে সমুদ্রেব জলে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে; আর কেউ কেউ বিদ্রোহী হ'য়ে ওদের

খাদ্য-বড়ীগুলি কেড়ে নেবার চেষ্টা করায় ওরা নিজেরাই নৃশংস হ'য়ে তাদের সকলকে হত্যা ক'রে ফেলেছে।

এমনিভাবে কিছুদিন কেটে যাবার পর শেষকালে এদিক ওদিক এধার ওধার বহু রকম অনুসন্ধান ক'রে হঠাৎ একদিন যে দেশের সন্ধান ওরা পেলো সেখানে ঘর বাড়ী অথবা জনমানবের চিহ্নমাত্রও নেই। চারিদিকে শুধু হলদে হলদে বালির স্তূপ। মহা শূন্যের মাঝে মাথা উঁচু ক'রে আছে।

এতদিনে নিশ্চয় ওরা এরেবিয়ার কোন আন্‌নোন কর্ণারে এসে পড়েছে ভেবে, আবার নূতন উদ্যমে ইণ্ডিয়া লক্ষ্য ক'রে জাহাজটা ওরা ফিরিয়ে নিলো।

কিন্তু যে দেশকে এরেবিয়া বলে' ওরা ভুল করে-ছিলো আসলে সে হচ্ছে শিক্ষার সম্মান এবং বিজয় গৌরব দর্পিত ইউরোপের শেষ পরিণতি।

এক্সাভেট করলে সেই সুদূর প্রসারিত বালির স্তূপের মধ্যে রিস্‌ট্যাগের দু'একটা কুঠীর অথবা ভাটিকান্ প্রাসাদের দু'একটা থাম যে দেখতে না পাওয়া যেতো তা নয়।

ইণ্ডিয়ার আশায় ওদের জাহাজ ফেরবার পর আর

কোন দেশেরই কিন্তু কোন সন্ধানই পাওয়া গেলো না। আবার সেই জল আর জল, নীল, নিথর, ঘুমের মতই ঠাণ্ডা, সীমাহীন সমুদ্রের জল।

মাথার উপর আকাশও যেন ঠিক তেমনি ভাবে ঝিমিয়ে পড়েছে। জল ঝড়ের চিহ্ন মাত্রও নেই। কেবল দু'একটা সাদা সাদা শরতের মেঘ মাঝে মাঝে ভেসে বেড়ায় এদিক থেকে ওদিক।

ক্রমশঃ জাহাজের পালের কাপড় ও দড়াদড়িগুলো পর্য্যন্ত একে একে ছিঁড়ে আসতে লাগলো। গায়ে ওদের পোষাক পরিচ্ছদ নেই বললেই চলে, তবুও অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় নিরুপায় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে সেই আধ-ভাঙা জাহাজে ক'রেই অজানা নিরুদ্দেশকে লক্ষ্য ধরে' সমুদ্রের উপর দিয়ে ভেসে চলতে থাকে।

অবশেষে সর্ব্বশেষে খাদ্য-বড়িটিকে দু'টুকরো ক'রে খেয়ে নেবার পর, যেদিন জীবনের সমস্ত আশাই ওরা পরিত্যাগ করলে, ঠিক সেই দিনই সমুদ্রের শেষপ্রান্ত থেকে কালো মেঘের মতোই সরু একটা চড়ার আভাষ পেয়ে কলম্বসের মতই ইণ্ডিয়া আবিষ্কার হয়েছে এই

আশায় জাহাজটা ওরা ওই দিকেই চালানোর চেষ্টা করতে লাগলো।

কিন্তু তারপর যে দেশে এসে ওরা উপস্থিত হলো পৃথিবীর ম্যাপের মধ্যে সে দেশের কোনরকম উল্লেখ পাওয়া যায় না, মানুষের পায়ের চিহ্ন তখনও সেখানে পড়ে নি ; কিন্তু এদেশের গাছে গাছে নানা রংএর ফুল, পাহাড়ের গায় গায় মিষ্টি জলের ছোট ছোট ঝরণা, অজস্র ফল, অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, চারিদিকে অজস্র আলো।

জাহাজ থেকে নেমে নূতন জীবনের আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ইন্দ্রানী বলে উঠলো "দেখেছো, এখানকার সবই কি অপূর্ব্ব সুন্দর ; কিন্তু আজ আমরা এ কোন দেশে এসে উপস্থিত হলুম ?'

পাইলট উত্তর করলে, "জানিনে এ কোন নতুন দেশে এসে আমরা পৌঁছেছি। পৃথিবীর ম্যাপ আঁকলে এদেশের ত কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে এখনও কি বুঝতে পারছো না সমস্ত পথিবীব্যাপী একটা পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেছে যার ফলে কোথায় গেছে আমেরিকা আর কোথায় গেছে ইউরোপ তারও কোন উদ্দেশ নেই। আজ আমরা যে দেশে এসে পৌঁছেছি

সে দেশ হয়তো সমুদ্রের বুকের মধ্যে থেকে এই মাত্রই উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল। গর্ব্বিত মানুষ বিশ্বব্যাপী যে ওয়ার্ল্ড্ ওয়ারের কল্পনা করেছিল, কোন এক অদৃশ্য শক্তির একটি মাত্র অঙ্গুলীর সঙ্কেতে, সমস্ত পৃথিবীটাকে তার আগেই ধ্বংস ক'রে দিয়ে গেছে।

কিন্তু তোমাকে আজ এত সুন্দর দেখাচ্ছে কেন বলত? তবে তুমি তো এমনি ছিলে—হ্যাঁ চিরদিনই তো তুমি এমনি সুন্দর! অথচ কি আশ্চর্য্য! তোমার মত একটা অপূর্ব্ব সুন্দরীকে নিয়ে এতকাল আমি পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু তোমাকে যেন এতদিন আমি দেখতেও পাই নি, সত্যিই আমি কি বোকা!"

রক্তিম ঠোঁটের উপর একটা সলজ্জ হাসি এনে ইন্দ্রানী উত্তর দিলে "আমার চোখে যে তোমাকেও আজ বড় সুন্দর লাগছে। আর এতদিন আমিও যেন ভুলে গিয়েছিলুম যে আমি একজন নারী।"

তারপর সেই নূতন দেশের নূতন মাটির সবুজ ঘাসের উপর য়্যাডাম ও ইভের মতই দু'টী উলঙ্গ নরনারী নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে পরস্পরকে চুমু খেতে লাগলো।